



125897 - যবে ব্যক্ত শিষে তাশাহুদ না পড়বে সালাম ফরিয়ি ফলেছে

প্রশ্ন

যবে ব্যক্ত শিষে তাশাহুদরে জন্য বসছেন; কনিতু তাশাহুদ উচ্চারণ করতে ভুলে গছেন— তার হুকুম কী?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

এক:

শিষে তাশাহুদ পড়া ও এর জন্য বসা নামায়রে দু'টো রুকন; এ দু'টো ব্যতীত নামায় সহি হবো না।

"যাদুল মুসতাকনি" গ্রন্থে নামায়রে রুকনসমূহ বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়ছে: "শিষে তাশাহুদ ও এর জন্য বসা"।

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) এর ব্যাখ্যায় বলেন: "শিষে তাশাহুদ হচ্ছ— নামায়রে দশম রুকন। এর দললি হচ্ছ— আব্দুল্লাহ বনি মাসউদ (রাঃ) এর হাদিসি তিনি বলেন: আমাদরে উপর তাশাহুদ ফরয করার আগে আমরা বলতাম: **السلام على الله من عباده،** **السلام على جبرائيل وميكائيل، السلام على فلان وفلان** (বান্দাদরে পক্ষ থেকে আল্লাহর প্রতি সালাম। জব্রাইল ও মিকাইলের প্রতি সালাম এবং অমুক ও অমুকরে প্রতি সালাম)। [দারাকুতনী সহি সনদে বর্ণনা করছেন] এ হাদিসিरे দললিযোগ্য অংশ হচ্ছ "আমাদরে উপর তাশাহুদ ফরয করার আগে"।

যদি কটে বলে: আমাদরে অভিমতকে প্রত্যাখ্যান করছ— প্রথম তাশাহুদ। যহেতে প্রথম তাশাহুদও তাশাহুদ; অথচ তা সত্ববেও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রথম তাশাহুদ ছড়ে দিয়েছিলেন এবং সাহু সজেদার মাধ্যমে এ ভুলকে শোধরানরে চেষ্টা করছেন। এটা তো ওয়াজবি আমলরে হুকুম। তাই শিষে তাশাহুদরে বধিানও ক'অনুরূপ হবো না?

জবাব হচ্ছ: না। মূল বধিান হচ্ছ দু'টো তাশাহুদই ফরয। এই বধিান থেকে প্রথম তাশাহুদ সুন্নাহর দললিरे ভিত্তিতে বেরিয়ে গেলে। যহেতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তাশাহুদ ছড়ে দিয়েছিলেন তখন তিনি সাহু সজেদার মাধ্যমে সটোর ক্ষতপূরণ করছেন। অতএব, শিষে তাশাহুদ এর মূল বধিান রুকন হিসেবে ফরয হওয়ার উপর অটুট থাকল।

"এর জন্য বসা" এটি নামায়রে একাদশ রুকন। অর্থাৎ তাশাহুদরে জন্য শিষে বঠেক রুকন। ধরে নহি কটে একজন সজেদা থেকে সোজা দাঁড়িয়ে গেলে এবং দাঁড়িয়ে তাশাহুদ পড়ল—এভাবে জায়বে হবো না। যহেতে সবে ব্যক্ত নামায়রে একটা রুকন



ছড়ে দয়িছে। সটো হল বঠৈক। তাকে অবশ্যই বসতে হবে এবং তাশাহুদটি অবশ্যই বসে পাঠ করতে হবে। যহেতে তনি বলছেন: "এর জন্য বসা" এ কথা মাধ্যমে তনি বঠৈককে তাশাহুদরে সাথে সম্বন্ধতি করছেন এ কথা বুঝানোর জন্য য়ে, তাশাহুদ অবশ্যই একই বঠৈকে হতে হবে।[আল-শারহুল মুমতি (৩/৩০৯) থেকে সমাপ্ত]

দুই:

যে ব্যক্তি নামায়ের কোন একটি রুকন আদায় করতে ভুলে গেছে তার উপর অনবির্ষ হল সটো আদায় করা; নচেং তার নামায় শুদ্ধ হবে না।

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলেন: "আরকানগুলোও ওয়াজবি (আবশ্যকীয়) এবং ওয়াজবিগুলোর চয়েে রুকনসমূহ অধিক তাগদিপূর্ণ। তবে রুকনগুলো ওয়াজবিগুলোর চয়েে এদকি থেকে আলাদা য়ে, ভুলে গেলে রুকনগুলো মওকুফ হয় না; অথচ ওয়াজবিগুলো মওকুফ হয়ে যায় এবং সাহু সজেদা দয়ের মাধ্যমে ওয়াজবি বাদ পড়ার ক্ষতিপূর্ণ করা যায়। কন্তি রুকনগুলো এর বপির্ীত। তাই ভুলবশতঃ কোন রুকন ছুটে গেলে সটো আদায় করা ছাড়া নামায় সহহি হয় না।"

তনি আরও বলেন: "সাহু সজেদার মাধ্যমে রুকনগুলোর ক্ষতিপূর্ণ না হওয়ার দললি হল: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন য়োহর বা আসররে নামায়ের দুই রাকাত পড়ে সালাম ফরিয়ে ফলেলনে তখন তনি নামায়ের অবশ্যিটাংশ আদায় করে নামায় সম্পূর্ণ করলনে এবং সাহু সজেদা দলিনে। এতে করে প্রমাণতি হল য়ে, ভুলে গেলেও রুকনগুলো মওকুফ হয় না। বরং সগুলো সম্পন্ন করতে হয়।"[আল-শারহুল মুমতি (৩/৩১৫, ৩২৩)]

অতএব, য়ে ব্যক্তি শিষে তাশাহুদ না পড়ে সালাম ফরিয়ে ফলেছেন যদ বিশেি বলিম্ব না হয় তাহলে তনি পুনরায় নামায়ে ফরিয়ে য়াবনে এবং বসে তাশাহুদ পড়ে তারপর সালাম ফরীবনে। এরপর সাহু সজেদা দবিনে। এরপর পুনরায় সালাম ফরীবনে। আর যদ বিশেি দরীে হয়ে যায় তাহলে গটো নামায় পুনরায় পড়বনে।

আল্লাহই সর্ববজ্ঞঃ।